দর্শনা পারকৃষ্ণপুরের শাকিল হোসেন মিশ্র ফলের বাগান গড়ে সফলতা পেয়েছেন

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুরের উদ্যোক্তা শাকিল হোসেন ৩৫ বিঘার বিশাল মিশ্র ফলের বাগান করে সফল হয়েছেন।

উদ্যোক্তা শাকিল হোসেন বলেন কৃষি আমার রক্তের সাথে মিশে আছে কারন আমার দাদা ছিলেন কৃষক, আমার বাবা ছিলেন কৃষক। কৃষি পরিবারের সন্তান আমি। ছোটবেলা থেকেই বাপ দাদার কৃষি কাজ দেখে আসছি এজন্যই হয়তো আমার কৃষির প্রতি এতটা টান ও ভালবাসা কাজ করে।

আমার চাকরীর চিন্তা মাথায় আসেনি কারণ পরের অধিনে কাজ করার ইচ্ছে ছিল না আমার। আর যেহেতু বাপ-দাদার জায়গা জমি আছে তাই আমি নিজে উদ্যোক্তা হয়েছি। আপনারা আমার বাগানে এসে দেখতে পারছেন আজ আমি কতটুকু সফল হয়েছি। আর একটি বিষয় বলতে চাই আমার এই ৩৫ বিঘার মিশ্র ফলের বাগানে ১৫ জন কর্মরত আছে।

তারা সারাদিন এর দেখাশোনা করেন পাশাপাশি আমি তাদের সাথে কাজ করি। আমার এই মিশ্র ফেলর বাগানে বিভিন্ন ফলের গাছ রয়েছে কমলা,পেয়ারা,মাল্টা,কয়েক জাতের লেবু, আম,আলু বোকরা ইত্যাদি সকল দেশি বিদেশি ফলের জাত রয়েছে আমার এই মিশ্র ফলের বাগানে। এই মিশ্র ফলের বাগানের পাশাপাশি আমার একটি নার্সারি আছে।

আমি নার্সারী গড়ে তুলেছি এর কারণ আমি যখন প্রথম বাগান শুরু করি তখন ফলের চারা কিনে প্রতারিত হয়েছিলাম। তখন মনে জেদ হয়েছিল আমি বাগান করবো পাশাপাশি একটি ছোট নার্সারী তৈরি করে সঠিক জাতের চারা কৃষকদের হাতে তুলে দিব। আমি জানি চারা কিনে প্রতারিত হলে কত কষ্ট লাগে।

আমি মনে করি একটি বাগান মানে একটি সপ্ন আর সপ্ন যদি পূরণ না হয় তাহলে তার জন্য অনেক কষ্টের পাশাপাশি সময় ও টাকা নষ্ট হয়। এজন্য আমি বাগানের পাশাপাশি নার্সারী গড়ে তুলেছি। সেই সাথে আমার মিশ্র ফলের বাগান আসার জন্য মেহেরপুর প্রতিদিন সহ আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

গাংনীতে ইউনিভার্সাল এমিটির উদ্যোগে হুইল চেয়ার বিতরণ

গাংনীতে বিভিন্ন ইউনিয়নে হুইল চেয়ার বিতরণ করেছেন ইউনিভার্সাল এমিটি সংগঠন। সোমবার বিকেল সাড়ে ৩ টার সময় গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের কাথুলী গ্রামে ৮ জন প্রতিবন্ধিকে হুইল চেয়ার প্রদান করেন সংগঠনের সদস্য বৃন্দরা।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সাল এমিটির সম্মানিত সদস্য, উজলপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মোঃ ইমরান হোসেন,শামিম রেজা, মানিক,ফিরোজ হোসেন,নাজমুল হোসেন, মিলন হোসেন, সসহ কাথুলী বাজার কমিটির সভাপতি সাহেব আলী সেন্টু সহ আরও অনেকে।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসে মেহেরপুরে গোলটেবিল বৈঠক

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস পালন উপলক্ষ্যে মেহেরপুরে গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার (৪ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১ মেহেরপুর প্রেসক্লাবে এ আয়োজন করা হয়।

দি এশিয়া ফাউন্ডেশন ও দি হাঙ্গার প্রজেক্টের সহযোগীতায় সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) এর স্থানীয় গাংনী উপজেলা শাখা গোল টেবিল বৈঠকের এ আয়োজন করে। জাতীয় কন্যা শিশু এডভোকেসী ফেরামের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গোল টেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন।
গাংনী উপজেলা সুজনের সাধারণ সম্পাদক আবু সাদাত মেঃ সায়েম এর

সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশে অতিথির বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর প্রেসক্লাবের নবনির্বাচিত সভাপতি ফারুক হোসেন।

উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা সুজনের সভাপতি অধ্যাপক আব্দুর রশিদ, সহ-সভাপতি সৈয়দ জাকির হোসেন, গাংনী প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম, হাঙ্গার প্রজেক্টের এলাকা সমন্বয়কারী হেলালাউদ সাংবাদিক জুলফিকার আলি কানন, আবু সাঈদ, রফিকুল আলম, সুজন নেতৃত্ববৃন্দসহ,জেলার বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।
বক্তব্য শেষে জেলা তথ্য অফিসার তথ্য সম্পর্কিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত

২০১৯ সালের ২৩ নভেম্বর ৭ম জাতীয় কংগ্রেসের মাধ্যমে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের নতুন কমিটি গঠিত হয়। এ সম্মেলনে যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান শেখ ফজলুল হক মণি’র সুযোগ্য সন্তান শেখ ফজলে শামস্ পরশ-কে চেয়ারম্যান ও রাজপথের পরিক্ষিত সৈনিক আলহাজ্ব মোঃ মাইনুল হোসেন খান নিখিল-কে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি বঙ্গবন্ধুকন্যা রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা।

পরশ-নিখিলের নেতৃত্বে বর্তমান যুবলীগ একটি মানবিক যুবলীগে পরিণত হয়েছে। করোনার এই মহামারিতে যুবলীগের মানবিক কার্যক্রম সর্বমহলে প্রশংসিত হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় যুবলীগকে সাংগঠনিকভাবে গতিশীল ও শক্তিশালী করতে যুবলীগ চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস্ পরশ ও সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মো. মাইনুল হোসেন খান নিখিল-এর নির্দেশে বিভিন্ন সাংগঠনিক বিভাগের জেলাসমূহে বর্ধিত সভা শুরু হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় খুলনা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক সুব্রত পাল ও সাংগঠনিক সম্পাদক এ্যাড. ড. শামীম আল সাইফুল সোহাগ এর নেতৃত্বে সোমবার সকাল দশটার সময় অনুষ্ঠিত হয় চুয়াডাঙ্গা জেলা

যুবলীগের বর্ধিত সভা।

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের আহবায়ক নঈম হাসান জোয়ার্দার এর সভাপতিত্বে বর্ধিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও কুষ্টিয়া ৪ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সেলিম আলতাফ জর্জ এমপি।

প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা ও খুলনা বিভাগের সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করা নেতা সুব্রত পাল।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে ব্যারিস্টার সেলিম আলতাফ জর্জ এমপি বলেন,যুবলীগ বিশ্বের অন্যতম একটি শক্তিশালী যুব সংগঠন। বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে যুবলীগ চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস্ পরশ ও সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মোঃ মাইনুল হোসেন খান নিখিল-এর নির্দেশে সারাদেশে কাজ করে যাচ্ছে যুবলীগ। নতুন কমিটির মাধ্যমে কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত যেন ত্যাগী ও পরিশ্রমী নেতৃত্ব স্থান পায় সেই জন্য সাংগঠনিক কাজ করছে যুবলীগ।

প্রধান বক্তা সুব্রত পাল বলেন বাংলাদেশের উন্নয়নে রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার কোনো বিকল্প নাই। তিনিই আজকে বাংলাদেশকে সমৃদ্ধির পথে চালিত করেছেন। আর এই উন্নত বাংলাদেশ গড়ার অগ্রযাত্রাকে কোনো ষড়যন্ত্রকারী রোধ করতে পারবে না। তার নেতৃত্বের প্রতি অবিচল আস্থা রেখে যুবলীগকে এগিয়ে যেতে হবে। আর নতুন কমিটির মাধ্যমে কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত যেন ত্যাগী ও পরিশ্রমী নেতৃত্ব স্থান পায় সেই জন্য সাংগঠনিক কাজ করছে যুবলীগ।

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক মোঃ জিল্লুর রহমান ও সামসুজোহা মল্লিক হাসুর যৌথ উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এ্যাড ড. শামিম আল সাইফুল সোহাগ,কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান মাসুদ, কেন্দ্রীয় সদস্য শাহরিয়ার কবির,এম জাহাঙ্গীর আলম,জোবায়ের আহমেদ সাব্বির, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাএলীগের সাবেক সভাপতি ও জেলা যুবলীগের অন্যতম সদস্য শরিফ হোসেন দুদু,জেলা যুবলীগ নেতা লাভলু,আজাদ,এ্যাড. ফিরোজ, হাফিজুর রহমান, শাহ্ আল ইমরান সহ উপজেলা ও ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগের নেতৃবৃন্দ।

কোটচাঁদপুরে পুলিশ চেকপোষ্টের কাছে ডাকাতি

কোটচাঁদপুর পৌর শহরের চৌগাছা সড়কের পুলিশ চেক পোষ্টের কাছে ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে। রবিবার রাত সাড়ে ১০ টার দিকে সলেমানপুর জাবড়েখেত এলাকায় পুলিশ চেক পোষ্টের কাছে এ ঘটনা ঘটে। ৭/৮ জনের সংঘবদ্ধ ডাকাত দল গাছের সাথে দড়ি বেঁধে কোটচাঁদপুরগামী মোটরসাইকেল চালক ও আরোহীর গতিরোধ করে। এসময় ডাকতরা অস্ত্রের মূখে জিম্মি করে তাদেরকে মারধর করে এবং বেঁধে রাখে। ডাকাতরা তাদের ব্যবহৃত একটি ১৬০ সিসি আ্যাপাসি ফোর-ভি কালো রঙ্গের মোটরসাইকেল, ৪ টি মোবাইল ফোন ও নগদ অর্থ ছিনিয়ে নেয়। এসময় ডাকাতদের লাঠির আঘাতে মোটরসাইকেল আরোহী রাসেল (২৮) আহত হন। ভুক্তভোগী মোটরসাইকেল চালক আব্দুল করিম জানান, রবিবার রাতে মোটরসাইকেল যোগে যশোর থেকে বাড়ি ফেরার পথে জাবড়েখেত এলাকায় পৌছালে ডাকতির ঘটনা ঘটে। তিনি আরো জানান, ডাকাতির সময় ঘটনাস্থলের অদূরে অবস্থিত পুলিশ চেক পোষ্টে কোন পুলিশ ছিল না। কোটচাঁদপুর পৌর পুলিশ ফাঁড়ি ইনচার্জ ইন্সপেক্টর আক্তারুজ্জামন লিটন বলেন, ডাকাতির সময় টহলরত পুলিশ পাশপাতিলা বাজারে অবস্থান করছিল। এদিকে এলাকাবাসীর অভিযোগ জাবড়েখেত এলাকায় প্রায়ই ডাকাতির ঘটনা ঘটলেও পুলিশ এখানকার চেকপোষ্টে অবস্থান না করে পার্শ্ববর্তী পাশপাতিলা বাজারে চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দেয়। মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ মঈন উদ্দিন জানান, ডাকাতির ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে।

গাংনীর কাথুলী ইউনিয়নে নৌকার

মাঝি হতে চায় ৭ জন

আগামী ১১ নভেম্বর মেহেরপুরের ৯টি ইউনিয়নের মধ্যে গাংনী উপজেলার ১নং কাথুলী ইউনিয়নে নির্বাচন অনুষ্ঠিত জবে। এ ইউনিয়নে নৌকা প্রতীক প্রত্যাশি ৭ জনের নাম জোরেশোরে শোনা যাচ্ছে। তফসিল ঘোষনার পর থেকে চালিয়ে যাচ্ছেন নির্বাচনি প্রচার প্রচারনা। কয়েকজন আবার তফসিল ঘোষনার পরপরই রঙিন পোষ্টার নৌকা প্রতীক দিয়ে ছাপিয়ে প্রচার চালাচ্ছেন।
তবে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির কঠোর নির্দেশনা থাকায় বিগত নির্বাচনে নৌকার বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছিলেন তাদের নাম কেন্দ্রে না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ নির্দেশনায় কাথুলী ইউনিয়ন থেকে ৭ জন নৌকা প্রত্যশী হলেও তার মধ্য ২০১৬ সালের স্থানীয় নির্বাচনে আওয়ামীলীগ থেকে শিহাব আলী নৌকা মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র হয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ থেকে মনোনীত নৌকা প্রতীকের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানার সাথে ২৮৭ ভোটে পরাজয় লাভ করেন। ইতোমধ্যে গত ২৯-০৯-২১ তারিখে তফসিলের পরেই শুরু হয়েছে প্রদ প্রার্থীদের জীবন বৃত্তান্ত জমা দেওয়ার পালা। এবারে চেয়ারম্যান প্রার্থীদের জীবন বৃত্তান্ত স্ব স্ব ইউনিয়নের সভাপতি, সাধারন সম্পাদকের বরাবর প্রেরনের তালিকায় এই ৭ জনের নাম পাওয়া গেছে। এবারে আওয়ামীলীগ থেকে কাথুলী ইউনিয়নের নৌকা প্রত্যশীদের নামের তালিকায় এই সাত জনকেই খুজে পাওয়া গেছে।
কাথুলী ইউনিয়নে নৌকার মনোনয়ন প্রত্যশি যে সাত জন তারা হলেন- ১. মিজানুর রহমান রানা, ২বারের নির্বাচিত ও বর্তমান চেয়ারম্যান। তিনি সাবেক ছাত্রনেতা। ২০১৬ সালের নির্বাচনে নৌকা প্রতীক নিয়ে জয়লাভ করেন। তিনি বর্তমানে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
২. মনিরুজ্জামান মনি মাষ্টার। তিনি গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
৩. গোলজার হোসেন, কাথুলী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন।
৪. আবুল বাশার, রাজনীতির সাথে জড়িত এবং স্থানীয় আওয়ামীলীগের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত আছেন। তবে তিনি কোন পদে নেই।
৫. আতিয়ার রহমান, গাংনী উপজেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
৬. শিহাব আলী। সাবেক চেয়ারম্যান মরহুম কাবুল হোসেনের সন্তান।

তিনি দলীয় কোন পদে না থাকলেও স্থানীয় আওয়ামীলীগের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত। তবে তিনি গত নির্বাচনে বিদ্রোহী হিসেবে স্বতন্ত্র নির্বাচন করেছিলেন।
এবং ৭. রাইফেল হোসেন, তিনি স্থানীয় আওয়ামীলীগের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত।
এই সাত জন মনোনয়ন প্রত্যাশীদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত কে নৌকা প্রতিকের চুড়ান্ত প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন টিকে থাকবেন সেই আলোচনা ও ঘুনোঘেসা চলছে রাস্তাঘাট সহ বিভিন্ন চায়ের দোকান গুলোতে।
তবে বেশ কিছু আওয়ামীলীগ কর্মীর সাথে কথা বলে জানা গেছে, টাকা দিয়ে কেউ মনোনয়ন কিনতে না পারেন সেটা দেখতে। যোগ্য পরিক্ষীত নেতাকেই মনোনয়ন দিতে হবে। বিপদে আপদে সব সময় যাকে খুজে পাওয়া যায়, মানুষের পাশে দাড়ান, নেতাকর্মীদের সুখ দু:খ ভাগ করে নেন আমরা এমন নেতাকে চাই।
গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের শিক্ষক রেজাউর রহমান জানান, বিগত দিনে কাথুলী ইউনিয়ন ছিল দাঙ্গা, হাঙা, খুন, ছিনতাই লুটপাটসহ নানা ঝুঁকি নিয়ে ইউনিয়ন বাসি বাস করতো। কিন্তু বর্তমান চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান আসার পর আমরা শান্তিতে বসবাস করতে পারি এবং আলোচিত চেয়ারম্যান নামেও মানুষের মনে যায়গা করে নিয়েছেন। জননেত্রী শেখ হাসিনার সমস্ত অনুদান মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌছে দিয়েছেন। এবারেও আমাদের দাবি যেন তাঁকেই আবারো নৌকা দেওয়া হয়। কাথুলি ইউনিয়নের বিভিন্ন মহল জানান। তবে আওয়ামীলীগের নৌকা প্রত্যাশী ব্যাক্তিরা ৭জনই ত্যাগি তবে যোগ্য ব্যাক্তি কে চাই।

দামড়ুহুদায় মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন আওয়ামী লীগের সম্ভাব্য ৭ প্রার্থী

আসন্ন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদ(ইউপি) নির্বাচন উপলক্ষে বিএনপি সহ অন্যআন্য দলের প্রার্থীর মাঠে না থাকলেও বাংলাদেশ আওয়ামীগের ৭জন দলীয় নৌকা মনোনয়ন প্রত্যাশী চেয়ারম্যান

প্রার্থীরা মাঠে থেকে নিজ নিজ নির্বাচন প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন । প্রার্থীদের সকলেই দিচ্ছেন উন্নয়নের বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি। তবে এবার দামুড়হুদা সদরের আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে যে প্রার্থী সাধারণ মানুষের পাশে থেকে ইউনিয়নের সকল উন্নয়নে কাজ করবে তাকেই সাধারণ ভোটাররা তাদের মূল্যবান ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত করতে চাইছেন ইউনিয়নের সেবক।
এদিকে উপজেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকা সহ কোন ধরনের জটিলতা না থাকার ফলে ইতিমধ্যেই গত বুধবার (২৯ সেপ্টেম্বর) নির্বাচন কমিশনের (ইসি) কমিশন সভা শেষে ইসি সচিব হুমায়ুন কবীর খোন্দকার নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন। সেমতে আগামী ১১ নভেম্বর দ্বিতীয় ধাপে ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এ ধাপে দামুড়হুদা উপজেলার দামুড়হুদা সদর,জুড়ানপুর, কার্পাসডাঙ্গা, কুড়ুলগাছি সহ দেশের ৮৪৮টি ইউনিয়ন পরিষদে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ইসির ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী- দ্বিতীয় ধাপের ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৭ অক্টোবর। মনোনয়নপত্র বাছাই ২০ অক্টোবর। বাছাইয়ের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের ২১ থেকে ২৩ অক্টোবর, আপিল নিষ্পত্তির ২৪ ও ২৫ অক্টোবর, প্রার্থিতা প্রত্যাহার ২৬ অক্টোবর, প্রতীক বরাদ্দ ২৭ অক্টোবর এবং ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে ১১ নভেম্বর।
ইউপি নির্বাচনে যাবে না বিএনপিঃ
আগামীতে অনুষ্ঠিত আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিএনপি। গতকাল রোববার বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশানের রাজনৈতিক কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে মাধ্যমে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই তথ্য জানান। এর আগে শনিবার বিএনপির স্থায়ী কমিটির এক ভার্চুয়াল বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয় বলেও জানান ফখরুল ইসলাম। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তবে আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ(ইউপি) নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন(ইসি) চাইছেন সকলের অংশ গ্রহণ। আসন্ন নির্বাচনে কে সামনে রেখে বিএনপি, জামাত সহ অন্য রাজনৈতিক দল ও দলের কোন প্রার্থীর পক্ষে বা প্রার্থী’ র নিজেকেও দেখা যাচ্ছেন না মাঠে।তবে ক’ একমাস আগে নির্বাচনী গণসংযোগ করতে দেখা গেছেন সদর ইউনিয়ন পরিষদের তিনি তিনি বারের সাবেক চেয়ারম্যান ও উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু’র।তবে দলটি সহ তার অঙ্গসংগঠন উপজেলাতে প্রায় নিষ্ক্রিয় বললেই চলে।তবে দলীটির পক্ষে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে ভূমিকা ছিলেন উল্লেখযোগ্য। উপজেলা স্বাস্থ্য

কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য সামগ্রী অক্সিজেন, মাক্স ইত্যাদি প্রদান করেন দলটি। অবশ্য বিএন পি’র নীতিনির্ধারকেরা যদি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে দলীয় মনোনয়ন দেন সেক্ষেত্রে সদর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান রফিকুল হাসান তনু সহ দলীয় মনোনয়ন চাইবেন উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান বাচ্চু। উপজেলাতে দীর্ঘদিন যাবৎ জামাতের তেমন কোন কার্যক্রম লক্ষ্য করা না গেলেও। পাড়া-মহল্লায় সংগঠনটির রয়েছেন একাধিক সক্রিয় নারী-পুরুষের সদস্যরা। সংগঠনটি মূলত বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে তাদের নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে আঃ লীগের দলীয় মনোনয়ন প্রত্যাশীদের বেশির ভাগই প্রার্থী ভাবছেন দলীয় মনোনয়ন পাওয়কেই বিজয়। অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীদের বিজয় তাঁদের মধ্যে এমন মনোভাব তৈরি করেছে। এজন্য আসন্ন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের সম্ভব্য প্রার্থীদের সকলেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন দলীয় মনোনয়ন নৌকা পেতে।দলীয় মনোনয়ন পেয়ে নৌকার মাঝি হতে সর্বোচ্চ যোগাযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন চেয়ারম্যান প্রার্থীরা।দলীয় মনোনয়ন পেতে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছেন দৌড়- ঝাঁপ।আসন্ন ইউপি নির্বাচনকে ঘিরে দীর্ঘদিন ধরে দামুড়হুদায় আগাম প্রচার- প্রচারণা শুরু করেছেন আঃ লীগের চেয়ারম্যান প্রার্থীরা। ভোটারদের কাছে চাইছেন দোয়া, দিচ্ছেন উন্নয়নের বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি। প্রতিশ্রতির ঝুলি নিয়ে প্রচার – প্রচারণায় চালিয়ে যাচ্ছেন তারা হলো, আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী- চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সদস্য ও দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আঃ লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবীর ইউসুফ, উপজেলা শ্রমিকলীগের সভাপতি হাজী. আঃ কাদির, উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক হয়রত আলী,আঃলীগ নেতা এ্যাড. আবু তালেব, যুবলীগের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আঃ লীগের সদস্য সেলিম উদ্দিন বগা, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আঃ লীগের যুগ্ম সম্পাদক মমিনুল ইসলাম মনির ও আঃলীগ নেতা শাহিন উদ্দীন।
প্রার্থীরা তাদের প্রচারণার মাধ্যম হিসেবে নিউজ প্রিন্ট, সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ফেইসবুক আইডির ব্যবহার করছেন,ক’একজন প্রার্থীর কেউ কেউ বিভিন্ন সমর্থন গোষ্ঠী পেইজ খুলে বিভিন্নভাবে প্রাচারণাও চালিয়ে আসছেন ।বিভিন্ন সামাজিক ছোটখাট অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে নিজেদেরকে প্রার্থী হিসেবেও ভোটারদের কাছে তুলে ধরছেন। নির্বাচনী এলাকার বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে প্রার্থীদের অবস্থান সম্পর্কে জানতে চাইলে সাধারণ ভোটাররা যা বললেনঃ
আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে আঃ লীগ সমর্থিত ও দলীয় মনোনয়ন প্রত্যাশী চেয়ারম্যান প্রার্থী শফিউল কবীর ইউসুফ, হাজী আঃ

কাদির,হয়রত আলী, এ্যাড. আবু তালেব,সেলিম উদ্দিন বগা, শাহিন উদ্দীন ও মমিনুল ইসলাম মনির এখনো পর্যন্ত ছুটে ছুটছেন ভোটারদের দাঁড়ে দাঁড়ে ।তবে প্রার্থী হিসেবে চার জনের নাম ভোটারদের মধ্যে আলোচানা সমালোচনায় রয়েছেন তারা জেলা পরিষদের সদস্য শফিউল কবীর ইউসুফ, শ্রমিক লীগের সভাপতি হাজী আঃ কাদির, উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক হয়রত আলী ও উপজেলা যুবলীগের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক সেলিম উদ্দিন বগার নাম। তবে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে প্রত্যেক প্রার্থীর ভূমিকাও ছিলেন প্রশংসনীয়।
সাধরণ ভোটার মাধ্যমে জানা যায়ঃ
চেয়ারম্যান প্রার্থী পদপ্রার্থী শফিউল কবীর ইউসুফ অসহায় পরিবার গুলোর পাশে থেকে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা পালন করে নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা চালিয়ে আসছেন। মহামারি করোনা সংক্রমণ এড়াতে বিতরণ করেছেন উন্নত মানের স্বাস্থ্য সামগ্রীও। করোনা রোগীদের জন্য দামুড়হুদাতে ফ্রী অক্সিজেন সেবা প্রদান কার্যক্রম চালু করেন তিনি ।বিভিন্ন সময়ে এলাকার অসহায়- দরিদ্র পরিবার গুলোর পাশে থেকে বাড়িয়েছেন সহযোগিতার হাত। চালিয়ে যাচ্ছেন নির্বাচনী প্রচারণা।
উপজেলা শ্রমিক লীগের সভাপতিও উপজেলা সেচ্ছাসেবক দলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক হাজী আঃ কাদির দীর্ঘদিন ধরেই নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন সাধারণ মানুষের সেবায়।সর্বদাই সাধ্য অনুযায়ী সাহায্য করেছেন সাধারণ মানুষের সাথে থেকে। প্রচারণা সহ সদর ইউনিয়নের অসুস্থ, দিনমজুর, দরিদ্র পরিবার, মসজিদ, মাদ্রাসা সহ সামাজিক সকল উন্নয়ন মুলক কাজের পাশে থেকে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। বিভিন্ন গ্রামের যাতায়াতের জনদূর্ভোগ লাগবে নিজ উদ্যোগে ইট ফেলে চলাচলে উপযোগী করে তুলা, করেনা সংক্রমণ প্রতিরোধে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্বাস্থ্য সামগ্রী বিতরণ সহ জনসেবায় নিয়োজিত রয়েছেন। এ প্রার্থী যুবকদের মাদকের কলার গ্রাস থেকে রক্ষা করতে প্রতিনিয়ত নানা দিক নির্দেশনা ও খেলাধুলার ব্যবস্থা করা জন্য সাধারণ মানুষের কাছে অল্প সময়ের আস্থাভাজন ব্যক্তি হিসেবে সু- পরিচিতি লাভ করেছেন। উন্নয়ন ও সেবামূলক কাজে সর্বক্ষেত্রেই উনার সার্বিক সহযোগিতা রয়েছে লক্ষ্যনীয়। নির্বাচন কে অব্যাহত রয়েছে এ প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণা।
অপর এক প্রার্থী হয়রত আলীও পিছিয়ে নেই।তিনিও নির্বাচনী এলাকায় দিনমজুর, দরিদ্র ও অসহায় মানুষের মাঝে থেকে সাধ্য অনুযায়ী সহোযোগিতা করে আসছেন।নেশা মুক্ত যুব সমাজ গঠনে যুবকদের মাঝে বিতরণ করেছেন খেলার সামগ্রী। করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে ভূমিকা রেখে বিতরণ করেছেন স্বাস্থ্য সামগ্রী। নিন্মবিত্ত পরিবারের পাশে

থেকেছেন।জনদূর্ভোগ লাগবে বিভিন্ন এলাকরা রাস্তাতে ইটের আদলা ফেলে মেরামত করেছেন।এ প্রার্থীর প্রচারণা চলেছে চলমান। চেয়ারম্যান প্রার্থী উপজেলা যুবলীগের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ও সদর ইউনিয়ন আঃলীগের সদস্য সেলিম উদ্দিন বগা’ যিনি আঃ লীগের সংগঠনের সাথে দীর্ঘদিন যাবত জড়িত থেকে রাজনৈতিক মাঠে রয়েছেন। করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে স্বাস্থ্য সামগ্রী মাস্ক বিতরণ করা সহ অসহায় পরিবার পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে আসছেন। দোয়া চাইছেন সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে ভোটারদের কাছে। এছাড়াও প্রার্থী হিসেবে মাঠে রয়েছেন তারা হলোঃ আঃলীগ নেতা এ্যাড. আবু তালেব রাজনৈতিক মাঠে থেকে কাজ করছেন । এ্যাড. আবু তালের ছাত্র জীবন থেকেই আঃ লীগের রাজনৈতিকের সাথে জড়িত। দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে তিনিও একজন চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে ভোটারদের কাছে দোয়া ও সমর্থন চাইছেন। প্রার্থী হিসেবে ভোটারদের কাছে দোয়া ও সমর্থন চাইছেন দামুড়হুদা সদর আঃলীগের যুগ্ম সম্পাদক চেয়ারম্যান প্রার্থী মমিনুল ইসলাম মনির। করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে এ প্রার্থী রেখেছেন ভূমিকা।করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে পথচারী, শ্রমিক ও ভ্যানচালকদের মাঝে বিতরণ করেছেন স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী মাস্ক।বিভিন্ন সময়ে করছেন নির্বাচনী প্রচারণা।
আঃ লীগ নেতা শাহিন উদ্দীনের নামও শুনা যাচ্ছে ভোটারদের কাছে। যিনি একজন আঃ লীগ পরিবারের সন্তান।এ প্রার্থীর দাদা মৃত. ওয়াদুদ মন্ডল ছিলেন বাংলাদেশ আঃলীগের দামুড়হুদা থানা শাখার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। তিনি বিভিন্ন সময়ে সেবামূলক কার্যক্রমে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। ভোটারদের নিকট চাইছেন তাদের মূল্যবান ভোট।
এছাড়াও দামুড়হুদা উপজেলার ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাজু আহমেদ রিংকু প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন ফর্ম জমা দিয়েছেন।
এক্ষেত্রে বিএনপি বা জামায়াতের প্রার্থীদের কাউকেই মাঠে দেখা যাচ্ছে না,তবে সদর ইউনিয়নের দলমত নির্বিশেষে কারো মৃত্যু বরন করলে নামাজে জানাজা,দাফন, মিলাদ ও দোয়া মাহাফিলে অংশ গ্রহণ করে মরহুমের পরিবারকে সমবেদনা জানাচ্ছেন আওয়ামীলীগ, বিএনপি ও জামায়াত।
আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে সামনে রেখে চেয়ারম্যান প্রার্থীরা যা বলছেনঃ
জেলা পরিষদের সদস্য ও সদর ইউনিয়ন আঃ লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবীর ইউসুফ বলেন, আমি দীর্ঘ জীবন ধরে রাজনীতির মাঠে আছি।
আমি আঃলীগ দলের সাথে রাজনীতি করছি। দলের সাথে কখনো বেইমানি করিনি। আসন্ন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আমি দলীয়

মনোনয়ন চাইব। দল মনোনীত করলেই আমি নির্বাচনে অংশ গ্রহন করবো। অন্যথায় দলীয় প্রার্থীর বিজয়ী করতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দলীয় স্বার্থে কাজ করে যাবো।
দামুড়হুদা উপজেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি হাজী আঃ কাদির বলেন, আমি আসন্ন ইউপি নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন নৌকা প্রত্যাশী।মহান আল্লাহ তায়ালা সকলের দোয়াতে আমাকে ভালো রেখেছে।সেক্ষেত্রে আমি দীর্ঘদিন যাবত ইউনিয়নের সর্বসাধারণের খোঁজ রেখে আসছি,আমার মনে হয়েছে জনসাধারণের সেবা করার একটা উল্লেখযোগ্য মাধ্যম জনপ্রতিনিধি, কারণ জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে খুব কাছ থেকে সমাজের গরীর, অসহায়,দুস্ত, এতিম সহ সকলের সেবা ও ভালেবাসা পাওয়া সহজ হয়ে ওঠে।দল যদি আমাকে দলীয় মনোনয়ন দিয়ে নৌকা তুলে দেন আমি নির্বাচনে বিজয়ী হলে ইউনিয়ন বাসীর সেবার মাধ্যমে দলীয় সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে সর্বত্র চেষ্টা করবো।আধুনিক মাদকমুক্ত ইউনিয়ন গঠনের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাব,ইনশাআল্লাহ। গণসংযোগ ও মতবিনিময় করা কালে সর্বসাধারণের সহোযোগিতায় পাচ্ছি।
উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক হযরত আলী বলেন,আমি ছাত্রীজীবন থেকেই আঃ লীগ রাজনৈতিকের সাথে জড়িত। বর্তমানে দামুড়হুদা সদর আঃ লীগের ১ নং সিনিয়র সহ-সভাপতি ও উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দ্বায়িত্ব পালন করে রাজনৈতিক মাঠে রয়েছি।আমার রাজনৈতিক জীবনে সর্বদাই চেষ্টা করি মানুষের পাশে থেকে সেবা করে আসছি।আসন্ন ইউপি নির্বাচনে আমি দলীয় মনোনয়ন নৌকার প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন চাইব। দলীয় সিদ্ধান্তে যদি আমাকে দলীয় মনোনয়ন দেন তাহলে আমি উন্নয়নের ধারা অব্যহত রেখে দলীয় শৃঙ্খলার সাথে কাজ করে সাধারণত জনগণের মাঝে আধুনিক ও মাদকমুক্ত ইউনিয়ন উপহার দিতে চেষ্টায় কাজ করে যাব।
চেয়ারম্যান প্রার্থী আঃ লীগ নেতা এ্যাড. আবুু তালেব বলেন, আমি ১৯৮১ সালে যখন জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে আসেন তখন থেকেই আমি আঃ লীগের রাজনীতিতে আছি।জননেত্রী যখন দেশে আসেন তখন আমি ছাত্র ছিলাম। দলের দুর্দিনে দলের জন্য আন্দোলন সংগ্রাম লড়াই করেছি, দলীয় সীদ্ধান্ত আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। আমি এরশাদ উৎখাত, কৃষক বাঁচাও দেশ বাঁচাও, খালেদা জিয়া, ফখরুল হাঠাও আন্দোলন করেছি। জেলা ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক,উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতির দায়িত্ব নীতি নৈতিকতার সহিত পালন করে গেছি।সার্বিক দিক থেকেই আমিন নৌকা পাওয়ার আশাবাদী। দলীয় নেতৃত্বদান কারী সকল নেতা কর্মীরা আমার রাজনৈতিক সম্পর্কে জানেন।আমার পূর্ন বিশ্বাস আছে নেতৃবৃন্দের উপর দলীয় মনোনয়ন নৌকা পেতে।তবে কোন কারনে যদি আমি দলীয় মনোনয়ন না পায় তাহলে

আমি দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষার্থে দলীয় প্রার্থীর সাথে নৌকা কে বিজয় করতে কাজ করবো।
উপজেলা যুবলীগের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক সেলিম উদ্দিন বগা বলেন, ছাত্রজীবন থেকে রাজনীতির শৃংখলা ও শিষ্টাচার মেনে রাজনীতি করেছি।আমি আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে “নৌকা” দলীয় মনোনয়ন প্রত্যাশী। নিরপেক্ষতার সাথে যদি সৎ, যোগ্য, মেধাবীকে নৌকা দেন,তবে নৌকার মাঝি আমি হবো ইনশাআল্লাহ। সারাবিশ্বে মহামারি করোনা ভাইরাসে সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরন্ত শেখ হাসিনা দেশের মানুষের সার্বিক বিষয়ে খোঁজ রেখে চলছেন।সরকারের পাশাপাশি শীতকালীন শীতার্তদের মাঝে প্রায় ১ হাজার শীতবস্ত্র বিতরণ করা সহ চলমান করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে করে চলেছি জনসচেতনতা সৃষ্টি, মাস্ক সহ খাদ্য সামগ্রী করেছি।আসন্ন নির্বাচনে জনগনের সেবক হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে আমার নির্বাচন এলাকায় প্রতিটি মানুষের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি।এলাকা ঘুরে আমি যতটুকু বুঝেছি এবার ইউনিয়ন বাসীর সেবক হিসেবে সৎ দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তিকেই তারা নির্বাচিত করবেন। তবে আমি দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে যাব না। দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আঃ লীগের যুগ্ম সম্পাদক মমিনুল ইসলাম মনির বলেন,আমি বাংলাদেশ আঃ লীগের রাজনৈতিক সাথে মাঠে রয়েছি। করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে সরকারের পাশাপাশি নিজ উদ্যোগে সচেতনতা বৃদ্ধি সহ স্বাস্থ্য সামগ্রী বিতরণ করেছি।সাধ্য অনুযায়ী মানুষকে পাশে থেকে সেবা করতে নিজেকে উৎসর্গ করে দলীয় মনোনয়ন নৌকা প্রার্থী হিসেবে মাঠে আছি।নেতাকর্মীদের সুখ দুঃখে পাশে থেকে যতটুকু পেরেছি সহযোগিতা করেছি। আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দল যদি আমাকে দলীয় মনোনয়ন নৌকা প্রতিক দেন তবে আমি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবো।
আঃ লীগ নেতা শাহিন উদ্দীন বলেন,আমি একজন আঃলীগ পরিবারের সন্তান। আমার দাদা মৃত ওয়াদুদ মন্ডল ছিলেন বাংলাদেশ আঃলীগ দামুড়হুদা থানা শাখার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। আমি ছাত্রলীগের রাজনৈতিক শুরু করি ১৯৯৪ সাল থেকে। ১৯৯৭ সালে আমি প্রথম থানা ছাত্রলীগের সহ-সম্পাদকের দ্বায়িত্ব পালন করি।২০০১ সালে বিএনপি – জামায়াতের ঘৃণ্য রাজনীতির স্বীকার হয়ে আমাকে ৮ টি নাশকতা মামলায় দেয়।এতে আমি আটক হয়ে কারাভোগ করি। আমি আসন্ন ইউপি নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে দলীয় মনোনয়ন নৌকা প্রার্থীর হিসেব অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছে প্রকাশ করেছ। দলের নেতৃবৃন্দ সার্বিক বিষয় বিবেচনায় রেখে আমাকে যদি দলীয় মনোনয়ন নৌকা দেন তবে আমি নির্বাচন করবো। দলীয় মনোনয়ন পেয়ে নির্বাচিত হলে আমি নিজেকে ইউনিয়ন বাসীর সেবক হিসেবে কাজ করে যাব।

এ বিষয়ে ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক সাজু আহামেদ রিংকু বলেন, আমি দীর্ঘদিন ছাত্র লীগের সাথে সম্পৃক্ত আছি। আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে আমি দলীয় প্রার্থী হিসেবে নৌকা মনোনয়ন চেয়েছি।
সদর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও উপজেলা বি এনপি’ র সাবেক সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু বলেন, ছাত্রজীবন থেকেই বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) বৃহত্তর রাজনৈতিক দলের সাথে আছি। তবে নির্বাচন নিয়ে আপাতত আমার কোন মতামত নেই। দলের নীতিনির্ধারকেরা যে সীদ্ধান্ত নিবে আমরা নেতাকর্মীরা সে সীদ্ধান্তের সাথে একমত। তবে আমাদের দল যদি নির্বাচনে আসেন বা অংশগ্রহণ করেন তাহলে আমি দলীয় মনোনয়ন ধানের শীর্ষ প্রতিক চাইব।অন্যথায় দলীয় সীদ্ধান্তের বাহিরে যাব না।
উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান বাচ্চু বলেন,এখনো পর্যন্ত দলীয়ভাবে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না আমাদের দল। যদি দলীয় সীদ্ধান্ত পরিবর্তন হয় এবং নির্বাচনে যায় তাহলে আমি সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে অংশ গ্রহণ করব।
জামাতের দলীয় প্রার্থী ও বর্তমান চেয়ারম্যান প্রভাষক শরিফুল আলম মিল্টন বলেন, দলীয় সিদ্ধান্তে আমি প্রার্থী হিসেবে মনোনীত রয়েছি। আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন আমি চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে থাকবো ইনশাআল্লাহ।
দামুড়হুদা উপজেলার সদর ইউনিয়ন আমির আবুল বাশার এ প্রতিবেদকে জানিয়েছেন, আমাদের দলীয় সিদ্ধান্তে বর্তমান চেয়ারম্যান প্রভাষক শরিফুল আলম মিল্টনকে ই সমর্থন দেওয়া হয়েছে। যেহেতু তিনি এর আগেও জামাতের প্রার্থী হিসেবে বিজয়ী হয়েছিলেন।সেজন্য দলীয় ভাবে তাকেই রাখা হবে।তবে কোন কারণে যদি তিনি নির্বাচন না করেন সেটা পরবর্তীতে বসে সীদ্ধান্ত নেওয়া হবে।তবে আমাদের জানামতে তিনি নির্বাচন করবেন।এছাড়া আমাদের নির্বাচন নিয়ে এতোটা মাতামাতি নেই।দলীয়ভাবে একজন প্রার্থী দিতে হয় তাই তাকে দেওয়া হয়েছে

গাংনীর বামুন্দি সরকারি

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিন শিক্ষিকা অনুপস্থিত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামুন্দি ৩০ নম্বর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একই দিনে তিন শিক্ষিকা অনুপস্থিত থাকায় প্রধান শিক্ষককে কারন দর্শানোর নির্দেশ দিয়েছেন জেলা শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিদর্শন দল। গতকাল রবিবার সকাল সাড়ে নয়টার সময় জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও উপজেলা শিক্ষা অফিসারের সমন্বয়ে একটি পরিদর্শন দল এ নিদের্শ দেন। বিষয়টি এলাকায় জানাজানি হলে দীর্ঘদিন ছুটিথাকার পরেও একযোগে তিন শিক্ষিকার অনুপস্থিতির বিষয়টিতে এলাকাবাসী উদ্বেগ প্রকাশ করলেও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বলছেন তারা নৈমত্তিক ছুটি(সিএল) আছেন।
জানাগেছে, মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ভুপেশ চন্দ্র রায়,গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আলাউদ্দিনসহ একটি পরিদর্শন দল বামুন্দি ৩০ নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে তিন শ্ি◌িক্ষকা লুবেরি আদিলা জুঁই, রেহেনা খাতুন, ও নাসরিন আক্তারকে অনুপস্থিত দেখেন। এসময় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মকবুল হোসেনকে অনুপস্থিতির বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি নৈমত্তিক ছুটির কথা বলে পাশকাটিয়ে যান।
পরে একই সাথে তিন শিক্ষিকার নৈমত্তিক ছুটি কি কারনে দেয়া হয়েছে তা সাত দিনের মধ্যে লিখিত জবাব দিতে বলেন পরিদর্শন দলের প্রধান। এলাকাবাসীরা জানান,করোনাকালীন সময়ে দির্ঘদিন স্কুল ছুটি থাকার কারনে শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়েছে। এসময়ে একটি স্কুলে তিন শিক্ষিকা অনুপস্থিত থাকলে লেখা পড়া বিগ্নিত হবে। তাছাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার মান কমে যাবে। এসকল শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা নেয়ারও দাবী জানান তারা।
এবিষয়ে সহকারি শিক্ষিকা লুবেরি আদিলা জুঁই এর মোব্ইালে জানতে চাইলে তার মোবাইল ফোনটি বন্ধ পাওয়া যায়। শিক্ষিকা রেহনা খাতুনকে জানতে চাইলে তিনি ঘুমাচ্ছিলেন। তার পরিবারের একজন মোবাইল ফোন রিসিভ করে বলেন তিনি ঘুমাচ্ছেন, শিক্ষিকা নাসরিন আক্তার বলেন তিনি প্রধান শিক্ষকের সাথে ছুটি নিয়েছেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মকবুল হোসেন বলেন, লুবেরি আদিলার ছেলে অসুস্থ থাকায় তাকে ছুটি দিতে হয়েছে। নাসরিন আক্তারের বাড়িতে মেহমান এসেছে এবং রেহেনা অসুস্থ থাকায় তারা ছুটি নিয়ে অনুপস্থিত। গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আলাউদ্দিন বলেন, আমরা তিন

শিক্ষিকার অনপস্থিত থাকার বিষয়টি নিয়ে রেজিস্ট্রার খাতায় লিখিত জবাব দিতে বলেছি। সন্তোষ জনক না হলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।
জেলা শিক্ষা অফিসার ভুপেশ চন্দ্র রায় বিষয়টি নিশ্চিত করে বরেন , আমরা সকাল সাড়ে নয়টার সময় বিদ্যালয়ে গিয়ে তিন শিক্ষিকাকে অনুপস্থিত পেয়ে কারন দর্শানোর নোটিশ করেছি। তবে দির্ঘ ছুটির পর একযোগে তিন শিক্ষিকার নৈমত্তিক ছুটির বিষয়টি প্রধান শিক্ষক কিভাবে দিয়েছেন তার ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে। তিনি সাত দিনের মধ্যে লিখিত জানাবেন।

গাংনীতে বর ফেলে পালিয়েছে বরযাত্রি , কনের পিতার জরিমানা

বাল্য বিয়ে বন্ধের অভিযানে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের উপস্থিতি টের পেয়ে বর ফেলে পালিয়েছে বরযাত্রি। অল্প বয়সে মেয়ের বিয়ে দেয়ার অপরাধে কণের পিতাকে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। বিয়ে বন্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম। রোববার রাত ১০ টার সময় মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার লক্ষ্মীনারায়ন পুর ধালা গ্রামে মুখরোচক এঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সুত্রে জানাগেছে , গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের ইদিস আলীর ছেলে নয়ন হোসেন (১৬) এর সাথে লক্ষ্মী নারাায়ন পুর ধলা গ্রামের সাইকেল মিস্ত্রি রাজুর সপ্তম শ্রেনীরে পড়ুয়া শিশু কণ্যা আজমিরা খাতুন (১৪) বিয়ের আয়োাজন চলছিল। বর ও বরযাত্রিতে বিয়ে বাড়ি সরগরম। রান্না বান্নার কাজও শেষ। এমন সময় গাড়ির শব্দ। শব্দ শুনেই বর ফেলে পালিয়ে যাায় বরযাত্রি। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম ও পুলিশের একটি টীম ঘটনাস্থলে পৌঁছে কণের পিতা রাজুকে বাল্য বিবাাহ নিরোধ আইন ২০১৭ এর ৮ ধারায় ২০০০ টাকা জরিমানা করেনএ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট । এবং উভয় পরিবারকে বিয়ে না দেয়ার জন্য সতর্ক করা হয়। বর নয়নকে বিয়ে না করার শর্তে ছেড়ে দেয়া হয়।

এসময় স্থানীয় সাবেক ইউপি সদস্য আতিয়াার জানান, রাজুর মেয়ে আজমিরাা খাতুনের বিয়ে হচ্ছিল । ◌্সময় ইউএনও’র উপস্থিতি টের পেয়ে বরযাত্রি পালিয়ে যায়। বিষয়টি এলাকায় মুখরোচক হয়ে উঠেছে।

কাথুলী ইউপি’র মহিলা সদস্য মোছাঃ সুফিয়া খাতুন বলেন, সরকারি নিষেধ অমান্য করে বাল্য বিয়ে দেয়ার অপরাধে কনের বাবার জরিমানা করেছে। এসময় বর ফেলে পালিয়ে গেছে বরযাত্রি। বিষয়টি এলাকায় একটি আলোচিত ঘটনা বলেও জানান তিনি।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম বলেন, সমরকারি আইন অমান্য করে বাল্য বিয়ে দেয়ার অপরাধে কণের পিতার জরিমানা করা হয়েছে এবং বিয়ে না দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

দর্শনায় আখ চাষীদের সাথে কেরুজ নবাগত এমডি’র উঠান বৈঠক

দর্শনায় আখ চাষীদের সাথে উঠান বৈঠক করেছেন নবাগত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোশারফ হোসেন। রোববার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে কেরুজ চিনিকলের মিলস গেট পূর্ব সাবজন ২নং ইউনিটে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

২০২১-২২ রোপণ মৌসুমে আগাম আখ চাষ, রোপা আখের বীজতলা স্থাপন ও প্রযুক্তি প্রয়োগ বিষয়ক “উঠান বৈঠক” অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে আলোচনা করেন প্রতিষ্ঠানের নবাগত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোশারফ হোসেন।

তিনি শুরু থেকেই প্রতিদিন প্রতিটি ইউনিটে চাষীদের দ্বারে,দ্বারে ছুটে চলা, নিয়মিত চাষীদের সাথে যোগাযোগ করে চাষীদেরকে ইক্ষু চাষে উদ্বুদ্ধ করতে প্রতিদিনই উঠান বৈঠক করছেন। এ উঠান বৈঠকে আরো উপস্থিত ছিলেন, মহা-ব্যবস্থাপক (কৃষি) গিয়াস উদ্দিন, বীজ পরিদর্শন ও কৃষিতত্ব বিভাগের ব্যবস্থাপক দেলোয়ার হোসেন, ডিজিএম আব্দুর রউফ, শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ফিরোজ আহ্ম্মেদ সবুজ, সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান ও সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলী।